মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠিয়েছে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাতিল আর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বরখাস্ত পর্যন্ত করা হতে পারে প্লেজিয়ারিজমের দায়ে। আচ্ছা, বিলটির সংসদীয় অনুমোদন কি হয়েছে?'

আমি দেখলাম যে এই রচনা চুরি, তা সে সব সত্যি হোক বা অভিযোগ, সে তো নিতান্তই পড়াশোনা আর গবেষণা জগতের বিষয়। জীবনের, সমাজের অন্য ক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বলেই ফেললাম, 'ওই বিজ্ঞানীরাই তা হলে দুষ্টু লোক, কি বলো।'

বিড়াল যেন আমায় অর্বাচীন জ্ঞান করে বলল, 'না না, শিল্পী, সাহিত্যিকরা সবাই মহৎ সৃষ্টির দূত এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে চুরি, বিশেষ করে রচনা চুরি তোমাদের মানুষের স্বভাব-ধর্ম। তা সে রচনা হতে পারে তুলি, কলম, ক্যামেরা, বাদ্যযন্ত্র বা কণ্ঠ সবকিছু দিয়েই।'

আমি বোকার মতো বললাম, 'কীরকম?'

এ বিড়ালটা নির্ঘাৎ গুরুমশাই। সে ক্লাসে বোঝানোর ঢঙে আমায় বলতে লাগল, 'প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগে অভিযুক্ত দেশ-বিদেশের নানা খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। প্রথমে দেখা যাক সাহিত্য। কানাডিয়ান লেখিকা ফ্লোরেন্স ডিক্‌সের অভিযোগ এইচ জি ওয়েলসের 'দ্য আউটলাইন অব হিস্ট্রি' তাঁরই 'দ্য ওয়েব অব দ্য ওয়ার্ল্ডস রোম্যান্স' বইটি থেকে চুরি করা। ওদিকে ব্রিটিশ দিকপাল কবি এলিয়ট বুক বাজিয়ে মাথা উঁচিয়ে বলেছেন, অপরিণত কবিরা নকল করে, আর পরিণত কবিরা করে চুরি। তা এলিয়ট নিজে নিঃসন্দেহে একজন পরিণত কবি। ওঁর 'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড'-এর অনেকটাই তো অন্যের লেখার নকল এমন অভিযোগ আছে। এমন যে তোমাদের মুক্তির দূত মার্টিন লুথার কিং, তাঁরও থিসিস কিংবা দুনিয়া-কাঁপানো 'আই হ্যাভ আ ড্রিম' বক্তৃতার অনেকটাই প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ অভিযুক্ত সেটা কি জানো?'

আমি এ সবের কিছুই জানি না। ইন্টিগ্রেশনটাই মিলছে না। যন্ত্রের মতো ঘাড় নাড়লাম। বিড়াল বলে চলল, 'স্টিফেন অ্যামব্রোসের মতো উপন্যাসকারের 'দ্য ওয়াইল্ড ব্লু' আর 'ক্রেজি হর্স অ্যান্ড কাস্টার' ধরা পড়েছে প্লেজিয়ারিজমের দায়ে। অভিযুক্ত অ্যালেক্স হ্যালের বই 'রুট্‌স', পুলিৎজার-বিজয়ী ডরিস গুডউইনের 'দ্য ফিটজেরাল্ড অ্যান্ড দ্য কেনেডিস', জেন গুডালের 'সিডস অব হোপ' এমনকি ড্যান ব্রাউনের 'দ্য দা ভিঞ্চি কোড' যেটা নিয়ে তোমাদের এত হইচই। চেতন ভগতের 'হাফ গার্লফ্রেন্ড'কে অভিযুক্ত করেছেন বীরবল ঝা নামে এক ব্যক্তি, অভিযোগ তাঁর দ্বিভাষিক নাটক 'ইংলিশিয়া বোলি' থেকে গল্পটা নেওয়া। মনে আছে 'হাউ ওপাল মেহতা গট কিসড, গট ওয়াইল্ড অ্যান্ড গট আ লাইফ'? হার্ভার্ডের ছাত্রী কাব্য বিশ্বনাথনের হইচই ফেলে দেওয়া সেই বই। পরে অন্য অনেক বইয়ের অংশবিশেষের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই বইয়ের বিরুদ্ধে। শুধু বিদেশি লেখকদের উপরেই অভিযোগ এমনটি ভাবার কোনই কারণ নেই। শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দি'তে নামের মধ্য দিয়েই অ্যান্টনি হোপের মূল বইয়ের কাছে করা হয়েছে ঋণ স্বীকার। রবীন্দ্রনাথের 'পুরানো সেইদিনের কথা' গানটা স্কটিশ কবি রবার্ট বার্নসের কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন অভিযোগও উঠেছিল। ওদিকে আবার নেরুদা অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে প্লেজিয়ারিজম করে কবিতার লেখার জন্য।'

আমি বললাম, 'দ্যাখো এগুলো সব কি ঠিক রচনা চুরি? এর অনেকগুলোই হয়তো জাস্ট অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা।'

বিড়াল দেখি খুশি হল। বলল, 'ভেরি গুড। এগ্রিড। এমন উদাহরণ অনেক আছে যেখানে কপি তার মূল সূত্রকে ছাপিয়ে হয়ে যায় মহত্তর সৃষ্টি। এডওয়ার্ড লিয়ারের 'ননসেন্স ভার্স' থেকে উদ্বুদ্ধ 'আবোল তাবোল' এমনই এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। হাঁসজারু আর বকচ্ছপ কতটা অরিজিনাল আর কতটা চুরি করা তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। তুমি ঠিকই বলেছ, কখনও কখনও প্লেজিয়ারিজম আর অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টির সীমারেখা বড়ই ধূসর, অনির্দিষ্ট। আমাদের স্বার্থেই দরকার এই সীমারেখাকে স্পষ্ট করা।'

আমি বললাম, 'সাহিত্য তা হলে একটু এ সমস্যায় ভুগছে তা বোঝা গেল। অন্য ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এ ধরনের সমস্যা নেই, কি বলো।'

বিড়াল বলে, 'অত উৎসাহ পাওয়ার কিচ্ছুটি হয়নি। চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য কেউই এই প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগের বাইরে নয়। চুরির দায়ে অভিযুক্ত বহু সিনেমা। 'ক্যাপ্টেন ফিলিপস', 'ব্ল্যাক সোয়ান', এ দু'টো নাম চট করে মনে পড়ছে। আর হলিউড থেকে টোকা ছবির তো ছড়াছড়ি বলিউডে, সে তো তোমরা ভালই জান। 'দ্য গডফাদার' থেকে নেওয়া 'সরকার', 'ইট হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট' থেকে নেওয়া 'দিল হ্যায় কি মানতা নেহি', 'ব্লু স্ট্রিক' থেকে 'চোর মচায়ে শোর', 'টুয়েলভ অ্যাংরি ইয়ং মেন' থেকে টোকা 'এক রুকা হুয়া ফয়সালা', 'বনি অ্যান্ড ক্লাইড' থেকে 'বান্টি অউর বাবলি', কত্ত অভিযোগ। অনুরাগ বসুর 'বরফি' তো টুকলির মুক্তোমালা। মইয়ের দৃশ্যটি বাস্টার কিটনের কপস (১৯২২) থেকে, পুতুলের দৃশ্যটি জেন কেলি ও স্ট্যানলি ডোনেনের সিঙ্গিং ইন দ্য রেন' (১৯৫২) থেকে, স্লাইডিং ডোরের দৃশ্যটি চার্লি চ্যাপলিনের 'অ্যাডভেনচারার' থেকে হুবহু কার্বন কপি। এই ছবি আবার ২০১৩ সালে অস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভাবা যায়! এ তো এক শেষ না হওয়ার তালিকা। গানের ক্ষেত্রেও কোনও ছাড় নেই। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর গান 'কোই মিল গয়া' নেওয়া হয়েছে 'টেক দ্যাট লুক অফ ইয়োর ফেস' থেকে এ অভিযোগ আছে। 'সি-আই-ডি'র গান 'ইয়ে হ্যায় বোম্বে মেরি জান' নেওয়া 'মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইন' থেকে, আছে এমন অভিযোগ। বিদেশেও দেখো প্লেজিয়ারিজমের

বিটলস

টি এস এলিয়ট

দায়ে অভিযুক্ত বিখ্যাত গানগুলি, যেমন, 'ব্লারড্ লাইনস', 'আইস্ আইস্ বেবি', মাইকেল বোলটনের গান 'লাভ ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং'। বিটেল্‌সের জর্জ হ্যারিসন 'মাই সুইট লর্ড' গানের জন্য আদালতে পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হন। এমন কি বব ডিলানের মতো লেজেন্ড পর্যন্ত অভিযুক্ত হয়েছেন প্লেজিয়ারিজমের দায়ে। বিভিন্ন লোকগীতির থেকে নাকি চুরি করা তাঁর বেশ কিছু গান। এমনকি তাঁর নোবেল বক্তৃতা নিয়েও দেখি প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ।'

এ বলে কী! এলিয়ট, মার্টিন লুথার কিং, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, বিটলস, বব ডিলান! এই বিড়াল দেখি আমাদের স্বপ্নের জগতটাকে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দেবে। বললাম, 'দ্যাখো, কোথায় যেন পড়েছিলাম যে অন্যের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া স্কলারের কাজ, শিল্পীর নয়।'

বিড়াল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, অনেকে এমনই বলে বটে। আমেরিকান ব্লুজের গায়ক বি বি কিং অবশ্য আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন। কেউ কিছু চুরি করে বলেই তিনি মনে করেন না, তাঁর মতে সবাই কেবল ঋণ নেয়। কিন্তু, শিল্পীরা ঋণ বলে ছাড় পাবে চুরি থেকে আর অ্যাকাডেমিশিয়ানরা হবে চোর! এটা একপেশে বিচার নয়? সমাজের চাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি - শিল্পী ও বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে, পি এইচ ডি ছাত্রের মতো অনামী চোর আর বিখ্যাত চোরের উপরে।'

আমি বললাম, 'তা হলে উপায় কী বলে তুমি মনে কর?'

বিড়াল বলল, 'শুধু অ্যাকাডেমিশিয়ানদের উপরে নয়, রচনা চুরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত শিল্প-সাহিত্যের উপরেও। তাৎক্ষণিকভাবে এই পুলিশগিরি কিন্তু ভয়ংকর কঠিন একটা কাজ, এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষেও। প্লেজিয়ারিজমকে নিয়ন্ত্রণ করতে তৈরি হয়েছে টার্নিটিন, আইদেন্টিকেডের মতো বেশকিছু সফটওয়্যার। সেইসঙ্গে অন্তর্জাল আর নিরন্তর সজাগ সোশ্যাল মিডিয়ার কিচির-মিচির করে চলা বিশ্বময় ছড়ানো প্রহরীর দল আজ স্বতপ্রণোদিত হয়ে এই প্লেজিয়ারিজম নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিয়েছে অনেকটাই। এটা পরিষ্কার যে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে অভিযুক্ত প্লেডিয়ারিজমগুলির অনেকগুলিই আজকের যুগে হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।'

ভ্রম সংশোধন

'রংদার রোববার' ২৬ নভেম্বর সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনি 'তবুও হেমন্ত'-এ 'সভ্যতার ডিজিটাইলেশনের' পরিবর্তে পড়তে হবে 'ডিজিটাইজেশন'। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিভাগীয় সম্পাদক

মার্টিন লুথার কিং

বব ডিলান

আমি বলি, 'তা হলে এটা তো ঠিক যে আজকের সভ্য সমাজ রচনা চুরিকে প্রশ্রয় দিতে চায় না - না বিজ্ঞানে, না শিল্পে, না সাহিত্যে।'

বিড়াল এবার আমাকে আগের প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, 'এ তো চোর-পুলিশের অনন্তকালের খেলা। পুলিশও থাকবে, চোরও। মানুষের অন্যান্য চুরি নিয়ে তোমার সঙ্গে আর একদিন বকবক করে যাব। ভেবে দ্যাখো, মানুষের চুরির কাছে বিড়ালের মাছ চুরি তো নস্যি। তোমরা যদি আর একটু ভদ্র হতে ...। অন্তত গরম খুন্তি নিয়ে তাড়াটা তো না করলেই পারো। যাক, অনেক হয়েছে, মাছটা শেষ। কিন্তু আমার খিদে মেটেনি। তুমি বরং এবার ভালো ছেলের মতো হোমওয়ার্কটা শেষ করো। আবার টোকাটুকি কোরো না যেন।'

এই না বলে বিড়াল মুচকি হেসে চোখ টিপে পাঁচিল ডিঙিয়ে পাশের বাড়িতে ঝাঁপ দিল। আবার কোনও মাছের সন্ধানেই বোধহয়। এবার কিন্তু আর বিড়ালটাকে চোর বলে মনে হল না।

সুকুমার রায়ের হ য ব র ল-এর সেই বিড়াল

atanu@isical.ac.in